শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০৩৯.২০১৯- ৭৬৬

তারিখ: ০২ আশ্বিন, ১৪২৮
১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১

বিষয়: চলমান কঠোর লকডাউনে শ্রমজীবী মানুষের জীবিকায় বিরুপ প্রভাব সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন।

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ, রাজনৈতিক অধিশাখা-২ এর স্মারক নং-৬২২, তারিখ: ১৬/০৮/২০২১ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নবর্ণিত সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

"প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও তহবিল থেকে ৬৪ জেলার (সকল (ইউনিয়নসহ) জেলা প্রশাসকের নিকট প্রদেয় অর্থ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকা তৈরি করে মোবাইল ব্যাকিং সেবার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।"

১৬/৯/২১

(মো: আবুজাফর রিপন পিএএ)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৬৬০৫
Email : Up1lgd@gmail.com

জেলা প্রশাসক (সকল)
----------------------জেলা।

অনুলিপি: (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

D:\Share\UP\sohag-letter-4-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
রাজনৈতিক অধিশাখা-২
www.mhapsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০৪.০০১.১৪.৮২২ তারিখ: ০১ ভাদ্র ১৪২৮ / ১৬ আগস্ট ২০২১

বিষয়ঃ চলমান কঠোর লকডাউনে শ্রমজীবী মানুষের জীবিকায় বিরুপ প্রভাব সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলোঃ

"(৯) প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ৬৪ জেলার (সকল ইউনিয়নসহ) জেলা প্রশাসকের নিকট প্রদেয় অর্থ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকা তৈরি করে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে"।

AO Urgent
২৪/৮/২১

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নম্বরঃ
তারিখঃ ১৭/৮/২১.

(জুবাইদা মান্নান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৪৫২৩
ই-মেইল: pol2@mhapsd.gov.bd

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডাইরী নং-২৫০৩ তারিখ ১১/০৮/২১
প্রয়োজনীয় কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে প্রেরিত হইল
ইপ.............১/২ শাখা
প্রশাসন-১/২ শাখা ১৯/৮/২১
অতিরিক্ত সচিব (ইপ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

ডায়েরি নং ৭৫৭ তারিখ ১৯/৮/২১
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সমন্বয়ও কাউন্সিল/জেপ)
যুগ্মসচিব(প্রশাসন)

অতিরিক্ত সচিব (পোলসন)

২৭/৮/২১

D:\Political Branch 2\Ministry of Home\ministry letter -2.docx

বিষয়ঃ চলমান কঠোর লকডাউনে শ্রমজীবী মানুষের জীবিকায় বিরূপ প্রভাব সংক্রান্তে বিশেষ প্রতিবেদন।

ক। ভূমিকাঃ

দেশে অতিমারি করোনা ভাইরাসের উচ্চ সংক্রমণের কারণে সরকার গত ০১ জুলাই থেকে কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছে। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান করোনা পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ, সাধারণ ছুটি, লকডাউন ইত্যাদি ঘোষণা করে সংক্রমণ রোধের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে ৬ কোটিরও বেশি শ্রমজীবী মানুষ নিয়োজিত রয়েছে যার ৮৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। বর্তমানে চলমান দেশব্যাপী কঠোর লকডাউনের কারণে বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ করে গণপরিবহন শ্রমিক, রেস্টুরেন্ট শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, রেলওয়ে কুলি, দিনমজুর, ঘাটশ্রমিক, নরসুন্দর, রিক্সা-ভ্যান চালক, শপিংমল, দোকানপাটে নিয়োজিত শ্রমিক, নির্মাণশ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণির দিনমজুরদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেকেই কাজ হারিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে হতাশায় ভুগছে। সরকার ইতোমধ্যে এসব বেকার শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা সমাধানে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও করোনা পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হওয়ায় এবং স্থায়ী কোন সমাধান না হওয়ায় দেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সামগ্রিক অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এমতাবস্থায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘমেয়াদে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।

খ। প্রেক্ষাপট ঃ

গত ৮ মার্চ ২০২০ খ্রি: দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস সনাক্ত হওয়ার পর সরকার বিভিন্ন সময় সাধারণ ছুটি, লকডাউনসহ অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপ করে। ফলে দেশের বিভিন্ন খাতের শ্রমজীবী মানুষের জীবিকার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষেরা এ সময়ে কর্ম হারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করেছে। দেশের জিডিপির সেবা (৫৫.৮৬%), শিল্প (৩১.১৩%) ও কৃষি (১৩.০২%) - এই তিনটি প্রধান খাতের মধ্যে করোনাকালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেবাখাত এবং এই সেবাখাতেই নিয়োজিত রয়েছে ১ কোটি ২৩ হাজারের অধিক শ্রমজীবী মানুষ। তবে গতবছর সরকার নিম্ন আয়ের এসকল মানুষকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঘরে বসেই এককালীন কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও করোনা পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হওয়ায় এসকল নিম্ন আয়ের মানুষ কর্মসংস্থানহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

জিডিপিতে অবদান (%)

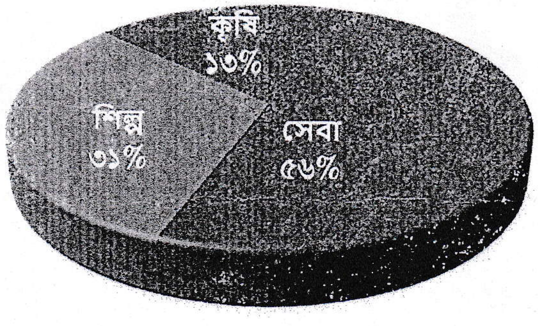

গ। পর্যবেক্ষণঃ

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-২০১৭ (সর্বশেষ জরিপ) অনুসারে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পনেরো উর্ধ্ব (১৫+) সক্রিয় শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৩৫ লাখ, তন্মধ্যে বেকার জনবল ২৭ লাখ। খাতওয়ারী তিনটি বড় পেশা হল 'সেবা', 'শিল্প' ও 'কৃষি'। তন্মধ্যে চলমান লকডাউনের কারণে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেবাখাত। বর্তমানে এই খাতে নিয়োজিত রয়েছে ১ কোটি ২৩ হাজার এর অধিক শ্রমজীবী মানুষ।

লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-২০১৭, বিবিএস

অর্থনীতিতে সক্রিয় শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা (১৫+)	কর্মসংস্থানে যুক্ত জনবল	কর্মসংস্থানহীন/ বেকার জনবল	প্রাতিষ্ঠানিক খাতে মোট শ্রমজীবী (১৫+)	অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে মোট শ্রমজীবী (১৫+)
৬ কোটি ৩৫ লাখ	৬ কোটি ৮ লাখ	২৭ লাখ	৯০ লাখ ৯৪ হাজার	৫ কোটি ১৭ লাখ ৩৪ হাজার

খাতওয়ারী প্রধান পেশা ও জনবল (লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-২০১৭, বিবিএস)

প্রধান পেশা	কর্মজীবী জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
সেবা এবং বিক্রয়কর্মী **	১ কোটি ২৩ হাজার	মোট কর্মজীবী জনবল = ৬ কোটি ৮ লাখ। তন্মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ১৪.৯ শতাংশ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৮৫.১ শতাংশ।
দক্ষ কৃষিজীবী, বনজ এবং মৎস্যজীবী	১ কোটি ৯৬ লাখ ৮৩ হাজার	
কারুশিল্পী ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী	১ কোটি ৩ লাখ ৬৮ হাজার	
কেরানিক সহায়তাকর্মী	৮ লাখ ৯৬ হাজার	
ম্যানেজার	৯ লাখ ৯৬ হাজার	
পেশাদার শ্রমিক	২৯ লাখ ৩৩ হাজার	
প্রযুক্তিবিদ ও সহযোগী	১১ লাখ ৩১ হাজার	
প্লান্ট এবং মেশিনারি পরিচালনাকর্মী	৪১ লাখ ৬১ হাজার	
মৌলিক পেশা	১ কোটি ৪ লাখ ৮৫ হাজার	
অন্যান্য	১ লাখ ৫২ হাজার	

**সেবা এবং বিক্রয়কর্মী- হোটেল/রেস্টুরেন্ট শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, পর্যটন শিল্প, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শ্রমিক, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ শ্রমিক, স্টিল ও কাঠের ফার্নিচার শ্রমিক, বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের শ্রমিক, জুয়েলারি জাতীয় কারখানার শ্রমিক, ইসট-পাথর ভাঙ্গা শ্রমিক, খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা ইত্যাদি।

২। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমজীবী মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৩০০ টাকা হারে রোজগার করলে বছরে প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা আয় করে। এই খরচের পুরো টাকাটাই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও যাতায়াত ব্যয় মেটানোর জন্য খরচ করে যা দেশের অর্থনীতিতে এক বিশাল সংযোজন। কিন্তু বিশ্ব অতিমারি করোনা ও চলমান লকডাউনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমজীবী মানুষ।

৩। ২০১৯ খ্রি. দেশে দারিদ্রের হার ছিল ২০.৫ শতাংশ, হতদরিদ্রে হার ছিল ১০.৫ শতাংশ (বিবিএস)। সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য মতে বর্তমানে দারিদ্রের হার ২৯ শতাংশ হলেও বেসরকারি জরিপ সংস্থা সিপিডির মতে ৩৫ শতাংশ এবং পিপিআরসি (Power and Participation Research Centre) ও বিআইজিডির (BRAC Institute for Governance and Development) মতে দারিদ্রের হার দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। করোনা সংক্রমণ আরও বৃদ্ধি পেলে এই হার আরো দ্রুত বাড়তে পারে।

৪। চলমান অতিমারির মধ্যে সরকার ১ লাখ ২৪ হাজার ৫৩ কোটি টাকার ২৩ টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪ শতাংশের বেশি। কিন্তু এসব প্যাকেজের বেশিরভাগই প্রাতিষ্ঠানিক খাতে বন্টন করা হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এরূপ কোন সরকারি প্রণোদনা বন্টন করা হয়নি। কারণ এসব শ্রমিকদের কোন সংগঠন নেই। সরকারি প্রণোদনা পাওয়ার বিষয়ে দাবি তোলার সামাজিক সক্ষমতা এ সকল শ্রমিকদের তৈরি হয়নি। তৈরি

পোশাক ও পরিবহন শ্রমিকদের সংগঠন ও নেতৃত্ব থাকলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের দাবি নিয়ে কথা বলার মত কোন নেতৃত্ব নেই।

৫। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষের জন্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে শ্রম পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় এরূপ কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।

৬। বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ যেমন নির্মাণ শ্রমিক, গণপরিবহন শ্রমিক, রেস্টুরেন্ট শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, রেলওয়ে কুলি, ঘাট শ্রমিক, দিনমজুর, ভাসমান মানুষ, রিক্সা-ভ্যান চালক, নিম্নবিত্ত মানবিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য পরিবারবর্গ এরূপ প্রায় ৩৬ লাখ ৫০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২ হাজার ৫ শত টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে অর্থসহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থসহায়তা প্রদান করা হলেও অনেকাংশে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের জন্য প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এই সহায়তা পাচ্ছে না বিধায় এই উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দুর্দশা লাগব করতে পারছে না।

৮। রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০২০ বাস্তবায়নের জন্য শ্রম অধিদপ্তরের অনুকূলে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৭৯৪ জন (নিজ নিজ কারখানায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্যাদি আপলোডের মাধ্যমে) কর্মহীন শ্রমিককে সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের জন্য প্রথম পর্যায়ে জনপ্রতি ৩ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৯। করোনা অতিমারির ২য় ঢেউ মোকাবেলায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ৬৪ জেলার (সকল ইউনিয়নসহ) জেলা প্রশাসকের নিকট কিছু অর্থ সরবরাহ করা হয়েছে যেন তাৎক্ষণিকভাবে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়।

১০। করোনা ভাইরাসের শুরুতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে হকার, ফুটপাতের ছোট ব্যবসায়ী, দোকান শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক হোটেল/রেস্তোরাঁর শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিকসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। বর্তমানে তাদের একটি বড় অংশ এখনো কর্মহীন রয়েছে। নতুন করে করোনা মহামারির ২য় ঢেউ মোকাবেলায় লকডাউন ঘোষণা হওয়ায় এই কর্মহীন মানুষগুলো জন্য ভোগান্তি আরো বেড়েই চলেছে।

ঘ। **সুপারিশঃ**

১. সকল প্রকার অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও পেশা অনুসারে নিবন্ধনের আওতায় আনা যেতে পারে যাতে যে কোন সংকটকালীন তাদের চিহ্নিত করে সহযোগিতা, রেশনিং ও পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়;
২. ই-সার্ভিস এবং ই-কমার্স খাতে যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে লকডাউনের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের ও বিক্রয়কর্মীদের বিকল্প পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে;
৩. কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০২০ দ্রুত বাস্তবায়ন করা ও সকল শিল্প খাতের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
৪. কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সুবিধা নিশ্চিত করতে নিজ নিজ কারখানায় তাদের ডাটাবেজ তৈরিতে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মাঝে প্রচারণা চালানো ও উদ্বুদ্ধ করা করা;
৫. ভিজিডি, ভিজিএফ ও রেশন কার্ড এর মাধ্যমে ১০ টাকা কেজিতে চাল বিতরণের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
৬. গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি ও অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে ফিরে আসা কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য সাময়িক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

৭. শিল্প সেক্টরের মত অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মহীন শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৮. পূর্বের ন্যায় চলমান লকডাউন ও আসন্ন ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রায় ৩৬ লাখ ৫০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অর্থসহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। ত্রাণ এবং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুতকৃত তালিকায় স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম দূর করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে;

৯. প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ৬৪ জেলার (সকল ইউনিয়নসহ) জেলা প্রশাসকের নিকট প্রদেয় অর্থ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকা তৈরি করে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে আর্থিক সহয়তা হিসেবে প্রদান করা যেতে পাওে;

১০. দুস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেশের বিত্তবানদের নিকট হতে অনুদান সংগ্রহ করা যেতে পারে;

১১. পরিবহন শ্রমিকসহ অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন, সুলভ মূল্যে বাসস্থানসহ চিকিৎসা ব্যবস্থা করা এবং সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।